ফারুক আহমেদ

এদেশের প্রতিভাবান, উচ্চাকাঙ্ক্ষি শিক্ষার্থীদের অনেকের পছন্দ উন্নত বিশ্বের দেশসমূহের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করা। তাদের প্রথম পছন্দ থাকে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, উইরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশসমূহ অথবা জাপানে। যদিও সবার প্রত্যাশা পূরণ হয় না। তবে যারা উন্নত বিশ্বের দেশসমূহে শিক্ষা গ্রহণের জন্য পাড়ি জমায়, তাদের জীবনযাত্রা, শিক্ষার মান অথবা প্রাত্যহিক ভাল লাগা, মন্দ লাগার উপলব্ধিগুলো আমাদের আগ্রহের বিষয়। এসব অভিজ্ঞতা থেকে আমরা পেতে পারি, আমাদের শিক্ষার মানের সঙ্গে ওদের শিক্ষার মান অথবা জীবন যাত্রার খানিকটা তুলনামূলক চালচিত্র। শুধু তাই নয়, আমাদের উচ্ছ্বসিত স্বপ্নগুলোর সঙ্গে ওদের সত্যিকারের জীবনযাত্রার কতটুকু মিল-অমিল, তাও জানতে পারা যায় ওদের জীবনযাত্রা থেকে।

শিক্ষার্থীদের স্বপ্নের দেশগুলোর একটা হল যুক্তরাজ্য যেখানে রয়েছে অক্সফোর্ডের ক্যামব্রিজের মতো বিশ্বখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়, যেসব বিশ্ববিদ্যালয়ে বার-এট-ল ডিগ্রি নেয়ার জন্য সারা বিশ্বের শিক্ষার্থীরা থাকে উন্মুখ হয়ে। তাই স্বাভাবিকভাবেই এদেশের শিক্ষার্থীরাও উচ্চ শিক্ষা নিতে ছুটে চলে যুক্তরাজ্যে, লন্ডনের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে, আইনে বা আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, বিবিএ, কম্পিউটার সায়েন্স, কলা ও সমাজ বিজ্ঞান অনুষদের বিভিন্ন বিষয়সমূহে পড়াশোনা করতে। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে এদেশের শিক্ষার্থীর সংখ্যা খুব বেশি না হলেও, মাঝে মাঝেই লক্ষ্যগোচর হয়। আর উপমহাদেশের শিক্ষার্থীরা তো রয়েছেই। নিজ দেশের শিক্ষার্থীদের প্রতি আগ্রহ থাকে একটু বেশিই। ফলে নিজ ক্যাম্পাসে বা পথ চলতে, ট্রেনে-বাসে কারও সঙ্গে দেখা হলে এক ধরনের সখ্য গড়ে ওঠে। ধীরে ধীরে অনেক সময় হয়ে যায় নিবিড়তর বন্ধুত্ব।

ব্রিটেনের প্রতিটা বিশ্ববিদ্যালয়ে বছরে চারটা

ব্রিটেনে বাংলাদেশী দুই শিক্ষার্থী

কেমন আছে ব্রিটেনে বাংলাদেশী শিক্ষার্থীরা

সেমিস্টার থাকে। স্প্রিং, সামার-১, সামার-২ ও ফল। এর মধ্যে দুটি শর্ট সেমিস্টার ও দুটি লং সেমিস্টার। লং সেমিস্টারগুলো সাধারণত তিন সাড়ে তিন মাসের আর শর্ট সেমিস্টারগুলো হয় দেড় মাসের। শিক্ষার্থীরা ইচ্ছেমতো সেমিস্টার নিতে পারে। কেউ কেউ আবার সেমিস্টার ড্রপ দিয়ে চলে আসে নিজ দেশে অথবা লেগে যায় অর্থ উপার্জনে। তাছাড়া প্রতি সেমিস্টারের শেষ এক মাসের ছুটিটা পুরোপুরি কাজে লাগায়। এতো গেল ছুটির কথা। কিন্তু প্রতি দিন সকাল থেকে রাত কাটে ভয়াবহ ব্যস্ততায়। সকালে ওঠেই ছুটতে হয় ক্লাসের দিকে তাও সকাল ৯টায় ক্লাস শুরু হয়। ক্লাস শেষে চাকরিতে। চাকরি শেষে, চরম ক্লান্তি নিয়ে বাসায় ফিরেই বিছানা নয় বরং রান্না, খাওয়া-দাওয়া, তারপর বিশ্রাম। এ যেন একটা রোবটের যান্ত্রিক চলাচল।

লন্ডনের বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিগুলোতে হোস্টেলের ব্যবস্থা রয়েছে। যারা হোস্টেলে থাকে, তাদেরকে অনেক নিয়ম মেনে চলতে হয়। আবার এমন অনেকে রয়েছে যারা ইউনিভার্সিটি থেকে ৫০/৬০ কিলোমিটার দূরে থাকে। ওরা দিব্যি ট্রেনে বা বাসে এসে ক্লাস করে। আবার অনেকের কর্মক্ষেত্র রয়েছে অনেক দূরে। ওরাও যাতায়াত ঠিকমতো করতে পারে। লন্ডন পুরোটা ৬টি জোনে বিভক্ত, এ জোনের ভেতর রয়েছে টিউব বা পাতাল রেলওয়ে। আবার জোনের বাইরে রয়েছে ব্রিটিস রেলওয়ে। যার মাধ্যমে অনায়াসে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাতায়াত করা যায়।

ওই দেশের দেশী-বিদেশী সব শিক্ষার্থীর জন্য রয়েছে পার্ট টাইম চাকরির ব্যবস্থা; এর কিছু বিশ্ববিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট আর কিছু বাইরে। বিশ্ববিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট চাকরির মধ্যে রয়েছে কম্পিউটার ল্যাবের সহকারী, এডমিশন অফিসার, লাইব্রেরি, সহকারী রেসিডেন্ট অফিসার বা বিশ্ববিদ্যালয় রিসিপশন। আর এর বাইরে কেউ ক্যাব চালায়, কেউ পাবে (মদের দোকানে) কাজ করে কেউ আবার বিভিন্ন ফাস্টফুড, রেস্টুরেন্টে কাজ করে।

লন্ডনে যারা বাসা ভাড়া করে থাকে তাদের সপ্তাহ শেষে ভাড়া গুনতে হয়। আর রান্নাও করতে হয় নিজেকে। ওই দেশের সুপার মার্কেটগুলোতে পাওয়া যায় আধা-সেদ্ধ খাবার, বিভিন্ন প্রকারের মান। সেগুলো কিনে এনে মাইক্রো ওভেনে সেদ্ধ করে খেতে হয়। তাছাড়া পুরো রান্না করার সময় পাওয়া যায় না কখনও। প্রতিদিনের এত ব্যস্ততার ভেতর সপ্তাহে একটা দিনই ছুটি পাওয়া যায়, আর তা হল শনিবার। ওই দিন প্রত্যেকে বন্ধুদের নিয়ে বেরিয়ে পড়ে বিভিন্ন স্থান ভ্রমণে। লন্ডন ব্রিজ বা ব্রিটিশ মিউজিয়ামের মতো বিখ্যাত সব স্থান দেখতে। রিসমন্ড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে অধ্যয়নরত এক শিক্ষার্থী আরিফ হাসান। ও জানাল, প্রতিদিনই সকাল থেকে রাত পর্যন্ত কাটে ভয়াবহ ব্যস্ততায়, ক্লাস, চাকরি, রান্না, খাওয়া। অথচ এর ভেতর সময় বের করে নিতে হয় পড়াশোনার। অথচ এদেশের শিক্ষার্থীরা সময় কাটায় অলস আড্ডায়, সারাটা বছর ঘুরেফিরে।

একগাদা স্বপ্ন নিয়ে ওই দেশে পাড়ি দিলেও স্বপ্নের ভেতর জড়ো হয় একগাদা কষ্ট আর নিস্পৃহতাও। শত ব্যস্ততার ভেতর বা সামান্য অবসর পেলেই ভাবতে ইচ্ছা করে এদেশের কথা, মায়ের কথা, বাবার কথা, বন্ধুদের কথা, আর যখন সন্ধ্যাগুলো আলোর গভীরে সাঁতার দেয়, তখন নস্টালজিক এক ধরনের করুণ সুরে গান ধরে। ফেলে আসা মুহূর্তগুলো বুকের ভেতর বারবার ধাক্কা দেয়। কখনও হো হো বাতাস, কখনও হো হো শূন্যতা। তারপরও প্রতিদিনের ব্যস্ততা, পরীক্ষা, এসাইনমেন্ট, বাড়ির কথা চিন্তা করেই কেটে যায় দিনগুলো পরদেশে, উচ্চাকাঙ্ক্ষার দোলাচলে।

DEC 31 2001